আলমডাঙ্গায় মোটর সাইকেলসহ সবুজকে পুড়িয়ে হত্যা মামলার সকল আসামীকে গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবীতে বিক্ষোভ ও মানব বন্ধন

আলমডাঙ্গায় মোটর সাইকেলসহ সবুজকে পুড়িয়ে হত্যা মামলার আসামীদের বিচারের দাবীতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানব বন্ধন কর্সসুচী পালন করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে বাদেমাজু গ্রামবাসী থানার সামনের সড়কে এ বিক্ষোভ ও মানব বন্ধন কর্সসুচীর আয়োজন করেন।

মাবন বন্ধন ও বিক্ষোভকারীরা হত্যার ঘটনা সঠিক তদন্তের মাধ্যমে আসামীদের গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবী জানান। তারা জানান, পুলিশ ৩ জন আসামীকে আটক করে প্রেস ব্রিফিং করলেও হত্যায় জড়িত সকল আসামীকে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি। অবিলম্বে ঘটনায় জড়িত সকল আসামীকে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধনে নিহত তুষার আহম্মেদ সবুজের মা তসুরা বেগম, বাবা জয়নাল আবেদিন ও মামা নাহারুল ইসলাম বক্তৃতা করেন। এলাকার তিন শতাধিক নারী-পুরুষ মানববন্ধনে অংশ গ্রহণ করেন।

মানববন্ধনে নিহত তুষার আহম্মেদ সবুজের মা তসুরা বেগম বলেন, গত মঙ্গলবার বিকেলে অজ্ঞাত একটি মোবাইলে তাঁর ছেলেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত ৯ পর্যন্ত তাঁর ছেলে সবুজের সাথে যোগাযোগ হলেও পরে মোবাইল ফোন বন্ধ থাকে। সেদিন রাতে বাড়ি না ফেরায় নিকটতম আত্নীয় ও বন্ধুদের বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করা হয়। পরেরদিন বুধবার সকালে ফরিদপুর গজারিয়া মাঠে আগুনে পোড়া লাশ পাওয়া যায়।

কান্নাজড়িত কন্ঠে তিনি বলেন, আমার সোনাকে যারা মেরেছে তাদের বিচার চাই, সবুজ হত্যার বিচার চাই, খুনি সাগরের বিচার চাই। যারা এখনো ধরা পড়েনি তাদের দ্রুত আটক করে শাস্তির দাবি করেন। এসময় তসুরা খাতুন ছেলে হারানোর শোকে বারবার মোর্চা যাচ্ছিলেন।

নিহত তুষার আহম্মেদ সবুজের পিতা জয়নাল আবেদীন বলেন, আমি একজন

দরিদ্র কৃষক। আমার একমাত্র ছেলেকে যারা নির্মমভাবে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে তাদের সকলকে দ্রুত আইনের আওতায় এনে ফাঁসির দাবী জানাচ্ছি।

প্রসঙ্গত, আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গজারিয়া মাঠ নামক নির্জন মেহগনি বাগান থেকে বুধবার (১৩ নভেম্বর) সকালে পুলিশ মোটর সাইকেলসহ তুষার আহম্মেদ সবুজ (২১)’র পোড়ানো মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত সবুজ উপজেলার বাদেমাজু গ্রামের গরু ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদীনের ছেলে। তিনি পুরাতন মোটরসাইকেল ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা করতেন।

গ্রামসূত্রে জানা যায়, ১২ নভেম্বর সন্ধ্যায় সবুজ বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন জনৈক এক যুবকের ফোন পেয়ে। রাতে সে আর বাড়ি ফেরেনি। সকালে সংবাদ পাওয়া যায় উপজেলার ফরিদপুর গজারিয়া নামক মাঠের মেহগনি বাগানে মোটর সাইকেলসহ তার পুড়ে যাওয়া মরদেহ পড়ে রয়েছে। সংবাদ পেয়ে পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনিসুজ্জামান লালন, আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

তিনি মূল রহস্য উদঘাটনসহ ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের জন্য দিক নির্দেশনা দেন। এসপির দিক নির্দেশনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান,আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমানের নেতৃত্বে জেলা গোয়েন্দা শাখার একটি টিম গত ১৪ নভেম্বর ভোরে অভিযান পরিচালরা করেন। এ সময় পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের সাহাদ আলীর ছেলে সাগর আলী ও চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের পশ্চিমপাড়ার মৃত ইউসুফ আলী বিশ্বাসের ছেলে জহুরুল ইসলাকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ বকসিপুর গ্রামের লাল্টু আলীর ছেলে নাজমুল হক পাপ্পুকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

এ গ্রেফতারের ঘটনায় গত ১৫ নভেম্বর চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান প্রেস ব্রিফিং করেন। প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি উল্লেখ করেন আটককৃতদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে আমামী সাগর হত্যার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে হত্যার বর্ণনা প্রদান করে। এবং স্বেচ্ছায় বিজ্ঞ আদালতে দোষ স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি প্রদান করে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে আরও উল্লেখ করা হয় এ হত্যাকান্ডের আগে পৌর

এলাকায় অবস্থিত সরকারি ফুড গোডাউনের মধ্যে হত্যার বিষয়ে ফুড গোডাউনের নৈশপ্রহরী জহুরুল ইসলামসহ কয়েকজন একাধিক বৈঠক করে বলে পুলিশের তদন্তে এ তথ্য উঠেছে । ঘটনার সাথে জড়িত আরও কয়েকজনকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।
গ্রেফতার কৃত তিন আসামীকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

হরিণাকুন্ডুতে কৃষি ব্যাংকের শাখা স্থানান্তর চেষ্টার প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার ভালকী বাজারে কৃষি ব্যাংকের শাখা অফিস স্থানান্তর চেষ্টার প্রতিবাদে এলাকাবাসি মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে।

আজ রোববার দুপুরে কাপাশহাটিয়া ইউনিয়নের ভালকী বাজারে ব্যাংকের শত শত গ্রাহক ও এলাবাসি এই কর্মসুচি পালন করেন।

মানববন্ধন শেষে ভালকী বাজারে আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধ ও সাবেক চেয়ারম্যান ইমদাদ হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল ইসলাম, মহিউদ্দীন মাষ্টার, স্থানীয় মসজিদের ইমাম কুতুব উদ্দীন মন্ডল, বিসিআইসি সার ডিলার আব্দুল খালেক, স্কুল শিক্ষক ফয়জুর রহমান ফয়েজ, মোয়াজ্জেম হোসেন, খালেদুর রহমান, জাফর আলতাফ সোনা, সোহরাব হোসেন মন্ডল, সাবেক ইউপি সদস্য সালাহউদ্দীন, প্রভাষক ওলিয়ার রহমান, মিজানুর রহমান ও লিন্টু মন্ডল।

ব্যক্তিগন বলেন, হরিণাকুন্ডুর ভালকী বাজার বহু পুরানো জনপদ। এখানে চাকরিজীবী ও বড় বড় ব্যবসায়ী রয়েছেন। এই ব্যাংকে তাদের একাউন্ট রয়েছে। ব্যাংকটি অন্যত্র স্থানান্তর করা হলে গ্রাহকরা নিরাপত্তহীনতায় পড়তে পারে। গ্রাহক ও গ্রামবাসি ব্যাংকটি যাতে অন্যত্র সরিয়ে না নেওয়া হয় সে বিষয়ে ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

[redacted]

[redacted]

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে লাঞ্ছিতের প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারককে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে এবং ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তাতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছেন উপজেলার সরকারি কর্মকর্তা,কর্মচারী ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বৃন্দ।

আজ মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) সকাল ১১ টায় গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সামনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নের্তৃত্বে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধন বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা সাইদুর রহমান ও গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আদিলা আজহার।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গত সোমবার বেলা ১২ টায় আদালতের দায়েরকৃত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবোনালের একটি মামলার তদন্তকালে কিছু বহিরাগত যুবক উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক কে লাঞ্ছিত করে।

লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় গতকাল গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক বাদী হয়ে গাংনী থানায় এজাহান নামীয় ৮ জন এবং অজ্ঞাতনামা ৩/৪ জনের বিরুদ্ধে একটি নিয়মিত মামলা করেছেন। মামলায় এজাহার নামীয় আসামিদের দ্রত গ্রেফতারের দাবি জানান মানববন্ধনে অংশ গ্রহণকারীরা।

মামলায় আসামিরা হলো- গাংনী পৌরসভার শিশির পাড়া গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে বসির (৩৫), আব্দুর রশিদের ছেলে গাফার আলী(৩৭), আব্দুল মালেকের ছেলে ঈমান আলী, আব্দুল ওয়াহেদের ছেলে জনি (৩৬), নজরুল ইসলামের ছেলে সুমন (৩৫), মহাশিন আলীর ছেলে ইয়ামিন আলী(৩৭), আব্দুল ওয়াদু এর ছেলে সাইদুল ইসলাম(৩৭) ও মোরশেদ আলীর ছেলে চান্দু (৩৬)।

উল্লেখ্য: মেহেরপুর আদালতের বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল এর ২০৮/২০২৪ নাম্বার পিটিশন মামলা তদন্তের শুনানীর জন্য উভয়পক্ষকে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে ডাকা হয়। গতকাল সোমবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে বাদী-বিবাদী অফিসের সামনে হাজির হলে উভয়পক্ষের লোকজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও বাক বিতন্ডা শুরু হয়। এসময় তিনি উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার আহবান জানান।

এক পর্যায়ে ১০/১২ জন যুবক রাগান্বিত হয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারকের হাতে থাকা মোবাইল ফোনটি কেড়ে নেয় ও শার্টের কলার ধরে টানা হেচড়া করে লাঞ্ছিত করে। এর প্রতিবাদ জানালে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের সহকারী তোফাজ্জেল হোসেনকেও লাঞ্ছিত করে এবং অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে এবং দেখে নেয়ার হুমকি দেয় তারা। এঘটনায় মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বাদী হয়ে গাংনী থানায় উল্লেখিত ব্যক্তিদের নামে একটি নিয়মিত মামলা করেন। মামলা নম্বর-৫।

চুয়াডাঙ্গায় রেলপথ আটকে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

সুন্দরবন এক্সপ্রেস’ ও ‘বেনাপোল এক্সপ্রেস’ নামে দুটি ট্রেনের রুট পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত বাতিল এবং চুয়াডাঙ্গা স্টেশন হয়ে চলাচল অব্যাহত রাখার দাবিতে রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটাই চিত্রা এক্সপ্রেস ট্রেনটি যশোর হয়ে চুয়াডাঙ্গায় ঢুকলে রেলস্টেশনে আটকে রেখে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেন স্থানীয় লোকজন।

খুলনা থেকে ছেড়ে আসা চিত্রা এক্সপ্রেসটি চুয়াডাঙ্গা হয়ে ঢাকা যাচ্ছিলো। এ সময় ট্রেনটি চুয়াডাঙ্গা স্টেশনে পৌঁছালে স্থানীয় লোকজন ট্রেনটি আটকে বিক্ষোভ ও বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে। পরে বেলা বারোটার সময় অবরোধকারীরা রেলপথ থেকে সরে গেলে ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশ্য ছেড়ে যায়।

বিক্ষোভকারী ব্যক্তিরা জানান, খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী ‘সুন্দরবন এক্সপ্রেস’ ও বেনাপোল থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী ‘বেনাপোল এক্সপ্রেস’ ট্রেন দুটি ১৫ নভেম্বর থেকে চুয়াডাঙ্গা পরিহার করে যশোর-নড়াইল হয়ে পদ্মা সেতু দিয়ে ঢাকায় যাওয়ার কথা। এমন খবর চুয়াডাঙ্গা জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। ট্রেন দুটির রুট পরিবর্তন হলে চুয়াডাঙ্গাসহ আশপাশের জেলার মানুষ রেলসেবা থেকে বঞ্চিত হবেন। ফলে দুটি ট্রেনের রুট বদল না করার দাবিতে তাঁরা রেলপথ অবরোধ ও মানববন্ধন করেন।

এ সময় চুয়াডাঙ্গার স্থানীয় ট্রেন যাত্রী সালমান হোসেন বলেন , ১৫ নভেম্বর থেকে সুন্দরবন এক্সপ্রেস ও বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেন দুটি চুয়াডাঙ্গা শহর থেকে প্রত্যাহার করে যশোর-খুলনা হয়ে পদ্মা সেতু দিয়ে ঢাকায় যাবে বলে জেনেছি। এটি কোনোভাবেই আমরা হতে দেব না। এমন সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে আমার চুয়াডাঙ্গা রেলস্টেশনে মানববন্ধন করছি।
চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী সাকিব বিশ্বাস বলেন, চুয়াডাঙ্গা শহর থেকে ট্রেন কেন, একটি পাথর আমরা সরাতে দেব না। ট্রেন দুটি তো থাকবেই, অনেক আগে থেকে আরও নতুন ট্রেন স্থাপনের দাবি জানিয়ে আসছি। সেই দাবি না মানলে আমরা কঠোর আন্দোলন চালিয়ে যাবো।

বাওড় ফেরানোর দাবিতে কোটচাঁদপুরে মৎস্যজীবীদের মানববন্ধন

ইজারার সাড়ে চার বছর থাকতেই বাওড় ফেরানোর দাবিতে কোটচাঁদপুরে মানববন্ধন করেছেন ঝিনাইদহ-যশোর বাওড় মৎস্যজীবী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।

আজ রবিবার বেলা ১২ টার সময় বলুহর বাওড়ের সিংঙ্গিয়া অংশে এ মানববন্ধন করেন তারা। এদিকে বাওড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দখলের পায়তারা চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন ভুক্তভোগী ইজারাদারেরা।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,বৃহত্তর যশোর অঞ্চলে ৬ টি বাওড় আছে । যার মধ্যে রয়েছে বলুহর, জয়দিয়া, কাঠগড়া, ফতেপুর, মর্জাদ ও বেড়গোবিন্দপুর। এ সব বাওড়ের মধ্যে কোটচাঁদপুর উপজেলায় বড় দুইটি বাওড়ের একটি বলুহর ও অন্যটি জয়দিয়া বাওড়। বাওড়গুলো দীর্ঘদিন সরকারি ভাবে চাষ করে আসছিল বাওড় পাড়ের মৎস্যজীবিরা। তবে প্রতি বছর এ সব বাওড়ে সরকারের লোকসান হত।

এ কারনে ২০২২ সালে ভূমি মন্ত্রণালয় বাঁওড়গুলোকে মৎস্য অধিদপ্তর থেকে নিয়ে দরপত্রের মাধ্যমে ইজারার ব্যবস্থা করেন। সে সময় মৎস্যজীবীরা একের পর এক আন্দোলন করেন ইজারা বাতিল করে বাওড় ফেরানোর দাবিতে। ওই আন্দোলনে কোন লাভ হয় না তাদের। পরে ওই বাওড়গুলো স্থানীয় ভূমি অফিস ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্মকর্তা ইজারা প্রাপ্তদের বাওড়গুলো বুঝিয়ে দেন। সে থেকে তারা বাওড়ে চাষ করে আসছেন।

গেল ৫ আগষ্ট সরকার বদলের পর থেকে তারা আবারও আন্দোলনের প্রস্তুতি চালাচ্ছেন। এরই অংশ হিসেবে ঝিনাইদহ – যশোর মৎস্যজীবি আন্দোলনের ব্যানারে আজ রবিবার কোটচাঁদপুরের বলুহর বাওড়ের সিংঙ্গিয়া অংশে মানববন্ধন করেন তারা।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, জয়দিয়া বাওড়ের সভাপতি নিত্য হালদার,বলুহর বাওড়ের সাধারন সম্পাদক নির্মল হালদার।

তিনি বলেন,গেল এক বছর আমরা বাওড় হারিয়েছি। সে থেকে আমাদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। এ ব্যাপারে আদালতে মামলাও চলমান। তবে বিগত সরকারের আমলে তারা গায়ের জোরে বাওড় দখল নিয়ে মাছ ছাড়া ও আহরন করে আসছেন।

তিনি বলেন, গেল ৫ তারিখে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। এখন বৈষম্য বিরোধী সরকার। এ কারনে এ সরকারের কাছে আমরা আমাদের দাবির কথা জানাব। এর অংশ হিসেবে আজ এ মানববন্ধন করা।

বিষয়টি নিয়ে বলুহর বাওড়ের ইজারাদার শীতল মন্ডল বলেন,অন্যের প্ররোচনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বাওড় দখলের পায়তারা চালাচ্ছেন তারা।

তিনি বলেন, গেল ২০২৩ সালের প্রথম দিকে স্থানীয় ভূমি অফিস ও সহকারী কমিশন (ভূমি) কর্মকর্তা বাওড় আমাদের বুঝিয়ে দেন। সে থেকে আমরা বাওড় মাছ ছাড়ছি ও আহরন করে আসছি।

শীতল মন্ডল বলেন,বাওড়ের ইজারার মেয়াদ এখনও সাড়ে চার বছর বাকি রয়েছে। এরমধ্যে তারা আবারও এ ধরনের কর্মকান্ড লিপ্ত হচ্ছেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তিনি।

জয়দিয়া বাওড়ের ষষ্ঠী হালদার বলেন,তারা এর আগে অনেক কিছুই করেছেন। কোন লাভ হয়নি। এখন আবার নতুন করে পায়তারা চালাচ্ছেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন, মানববন্ধন করার বিষয়টি আমার জানা নাই। তবে এখন সবাই স্বাধীন আন্দোলন করতেই পারেন।

তিনি বলেন,যেহুতু বাওড় ইজারাদারদের দখলে রয়েছে, সেহেতু ওনারা বিষয়টি নিয়ে জেলায় কথা বলতে পারেন।

দর্শনায় ছাত্র জনতার নির্যাতন ও বোমা হামলার প্রতিবাদে অবিভাবকদের মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় ছাত্র ছাত্রীরা দর্শনা বাজার থেকে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্টিত হয়।

এ মিছিলে ৪ আগস্ট কতিপয় দুর্বৃত্ত কতৃক ছাত্র জনতার উপর নগ্ন ও বোমা হামলার প্রতিবাদে অভিভাবকরা মানববন্ধন করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে ছাত্র জনতার অবিভাকরা মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা করেছে। ঐদিন বিকাল ৫ টায় দর্শনা থানা এলাকায় নির্যাতনের স্বীকার ছাত্র জনতার অবিভাবক মা বাবা ভাই বোন ও আত্নীয় স্বজনেরা মানব বন্ধনে দাড়ালে দর্শনা -চুয়াডাঙা গামী ও দর্শনা -যশোরগামী পরিবহন সহ সব ধরনের যান বাহন চলাচল আধাঘণ্টার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এতে সাধারন মানুষ চলাচলে বিঘ্ন ঘটে সৃষ্টি হয় জানজোটের।

এ সময় ছাত্র জনতা দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড বগ চত্তরে ৪ আগষ্টের কথা

তুলে ধরে। এ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন রাজিব আহম্মেদ,সজিব হাসান,পলাশ আহম্মেদ,রুবেল হোসেন,সাইদুর রহমান লিংকন ও আঃ হাই মিয়া।

এ সময় বক্তব্যকালে বলেন স্বৈরাচারী শেখ হাসিনাসহ ২ আসনের সাবেক এমপি আলী আজগার টগরের গুন্ডা বাহীনী দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের উপর যে হামলা চালিয়েছে তার সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচারের আওতায় আনতে হবে। ছাত্ররা আরও বলেন,ফ্যাসিস্ট সরকারের আলোচনা সমালোচনা করে বলেন ছাত্র জনতার প্রতিরোধে যেসব সন্ত্রাসীরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা ফের এলাকায় এসে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটানোর চেস্টা করছে,তাদেরকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে বলে হুসিয়ারি দেন।

দর্শনায় ফেনসিডিল ও পলাতক আসামিসহ গ্রেফতার ৩

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২ বোতল ফেনসিডিল ও পলাতক আসামিসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত ৩ জন বেগমপুর ইউনিয়নের হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের ইনজিল হোসেনের ছেলে আব্দুস সালামকে (৩৭) ২ বোতল ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করে।

অপরদিকে অভিযান চালিয়ে দীর্ঘদিনের পলাতক আসামী দর্শনা আকন্দবাড়িয়া গ্রামের আলাউদ্দিনের ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেন(৩৫)ও দর্শনা থানার গড়াইটুপি ইউনিয়নের গড়াইটুপি গ্রামের ১ বছরের পলাতক আসামি আবু বাদশার ছেলে আরিফুল ইসলামকে (৪০) গ্রেফতার করে।

জানাযায় আজ শুক্রবার ভোর থেকে অভিযান চালায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর। এ সময় শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে দর্শনা থানার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালায়।

এ সময় পুলিশ দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের হরিশচন্দ্রপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে জি আর মামলার পলাতক আসামী আব্দুস সলামকে তাকে

গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে ২ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে। একই দিন দর্শনা আকন্দবাড়িয়ায় অভিযান চালিয়ে দীর্ঘ দিনের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী জাহাঙ্গীর হোসেনকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। একই দিন গড়াইটুপি ইউনিয়নের তিতুদহ ক্যাম্প পুলিশ অভিযান চালিয়ে সি আর মামলার ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আরিফুল ইসলামকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে ।

দামুড়হুদায় রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের দাবিতে গণজমায়েত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় রাষ্ট্রপতি চুপ্পুর পদত্যাগ ও ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের দাবিতে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২২ শে অক্টোবর) দুপুর ১ টার সময় উপজেলা শিল্পকলা একাডেমীর সামনে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন দামুড়হুদার আয়োজনে বিপ্লবী ছাত্র জনতার গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়।

গণজমায়েতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা, রাষ্ট্রপতি চুপ্পুকে ফ্যাসিবাদ হাসিনা সরকারের দোসর ও গণহত্যার প্রতিবাদে ছাত্রলীগকে সন্ত্রাসী সংগঠন বলে বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং অনতিবিলম্বে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলেন।

এসময় দামুড়হুদা উপজেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক রাশেদ হাসান, খাজা ইবনে মুদ্দাসসির আজম (মাজিন) রহিমের নেতৃত্বে সানজিদা তাবাসসুম, মাহির শাহরিয়ার, মেহেরাব হোসেন, রকিবুল ইসলামসহ প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী গণজমায়েতে অংশগ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ

রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন চুপ্পুর পদত্যাগের দাবিতে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

আজ মঙ্গলবার(২২ অক্টোবর) বিকেলে ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্ত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পায়রা চত্ত্বরে এসে শেষ হয়।

মিছিলকারীরা সেসময় রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেয়।

মিছিল শেষে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আবু হুরাইরা, আবু রায়হান রিহান, সাইদুর রহমান, রতনা খাতুন ও শামিম আহম্মেদ।

এ সময় বক্তরা বলেন, ‘ স্বৈরাচারের দোসর রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে অনতবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। সেই সঙ্গে সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধের দাবি জানান তাঁরা।’